দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 JUN 1993
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

মাননীয়প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীমহোদয় এবং সাংসদগণের সমীপে–

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির 'খোলা চিঠি'

মহাত্মন,

সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা তাদের শাসন, শোষণ এবং স্বার্থের প্রয়োজনে শ্রেণীসৃষ্টিকারী সরকারী স্কুল স্থাপন করেছিল। পতিত শাসকেরাও ক্ষমতায় থাকার জন্য কিছু স্কুলকে সরকারী করেছে। কিন্তু দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন হবার পরও একই কায়দায় বিচ্ছিন্নভাবে সরকারী করণের সিদ্ধান্তকে শিক্ষকগণ মেনে নিতে পারছেন না। অপরিকল্পিত ভাবে কিছু স্কুলকে সরকারী করলে– শিক্ষার পরিবেশে, শিক্ষাদানে ও গ্রহনে, ছাত্র বেতন–ফিসাদিতে, শিক্ষকগণের বেতন–ভাতাদিতে চরম বৈষম্য বাড়বে, গুটি কতেক স্বচ্ছল পরিবারের সুবিধা হবে, সরকারের বড় অংকের টাকার অপচয় বৃদ্ধি পাবে, আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করবে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করা যাবে না, শ্রেণী ও বৈষম্য সৃষ্টির জন্য দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে এবং আপনাদেরকে আপনাদের এলাকার শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকের নিকট জবাবদিহি করতে হতে পারে।

আপনারা নির্বাচিত জন–প্রতিনিধি। দেশের প্রতিটি স্থানে সম–সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু স্কুলকে সরকারী করণের সিদ্ধান্ত পরিহার করে,– পর্যায়ক্রমের ১ম পর্যায়ে শিক্ষকদের চাকুরী জাতীয়করন, ২য় পর্যায়ে স্কুলের উন্নয়ন সমাপ্তকরন, ৩য় পর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষাদানের, ৪র্থ পর্যায়ে নতুন স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ২৭/০৪/৯৩ তাং মাননীয় স্পীকারকে প্রদত্ত স্মারক লিপিতে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ মহান জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে উথাপন, আলোচনা এবং সুষ্ঠু সমাধান সহ কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আপনাদের নিকট আবেদন জানাচ্ছে। শিক্ষকগণকে রাজপথের আন্দোলনে বারবার ঠেলে দিলে শিক্ষকগণের পেশাগত ও নৈতিক মান ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকবে, শিক্ষার্থীদের বিপদগামী করবে, শিক্ষার অবক্ষয় এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশের অবনতি ঘটবে।

এসবের প্রেক্ষিতে সমিতির প্রস্তাবসমূহ সংসদের চলতি অধিবেশনে উথাপন, আলোচনা এবং কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহনে বিরত থেকে,– শিক্ষকগণের অনভিপ্রেত এবং অনাকাঙ্খিত রাজপথের আন্দোলন, ধর্মঘট, হরতাল, আগামীতে জাতীয় পর্যায়ের যে কোন নির্বাচনের কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার এবং এস, এস, সি পরীক্ষার কার্যক্রমে পূর্ণ অসহযোগীতা করার পথে ঠেলে দিবেন না বলে সমিতি দৃঢ় আশা পোষণ করছে। ইতি–

এস, এম, আশরাফ আলী
সভাপতি

নজরুল ইসলাম
মহাসচিব

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, ফোন ঃ– ২৪ ৭৯ ৭১